প্রথম আলো

তারিখ 25 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বখাটেদের উৎপাত

## পুরান ঢাকার ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

পুরান ঢাকার স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা বখাটেদের উৎপাতে অতিষ্ঠ—এমন একটি খবর বের হয়েছে *প্রথম আলো* পত্রিকায়। প্রতিবেদনটি একটি নির্দিষ্ট এলাকার ওপর করা হয়েছে। বলা ভালো যে শুধু পুরান ঢাকায়ই নয়, সারা দেশেই বখাটেরা এ ধরনের উৎপাত চালাচ্ছে। এ ধরনের খবরও নিয়মিত পত্রপত্রিকায় উঠছে, কিন্তু বখাটেরা তাদের কাজ করেই যাচ্ছে।

বখাটেদের উৎপাতের কারণে ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বিভিন্ন সময় আমরা এমন খবরও পত্রিকায় দেখেছি যে এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেক ছাত্রী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা কী ধরনের উৎপাতের শিকার, তার কিছু বিবরণ *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। মন্তব্য ছুড়ে দেওয়া, মোবাইল নম্বর লিখে ছুড়ে মারা, শিস দেওয়া বা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার পাশাপাশি বখাটেরা নানা ধরনের হুমকি দিতেও পিছপা হয় না। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া একজন ছাত্রীর জন্য সত্যি ভীতিকর। কোনো অভিভাবকও এ অবস্থায় তাঁর মেয়েকে স্কুল-কলেজে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না।

অভিভাবকেরা অনেক ক্ষেত্রে বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের তেমন কিছু করার থাকে না। স্কুলের বাইরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বখাটেদের নিয়ন্ত্রণ করা স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হস্তক্ষেপ ছাড়া এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা কঠিন। সেই সঙ্গে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টিও খুবই জরুরি। পুলিশি টহল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতার পাশাপাশি এলাকাবাসী যদি সম্মিলিতভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়, তাহলে বখাটেদের উৎপাত কমানো সম্ভব। স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনাররা এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। পুরান ঢাকায় বর্তমানে পরিস্থিতি যেখানে গিয়ে ঠেকেছে, তাতে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

এলাকাবাসী এ ব্যাপারে স্থানীয় সাংসদদের ভূমিকা কামনা করেছেন। তবে স্থানীয় দুই সাংসদ এ ব্যাপারে যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তা আমাদের আশাহত করেছে। তাঁরা বলেছেন, স্থানীয় স্কুল-কলেজের বিভিন্ন বিষয় দেখভাল করার দায়িত্ব স্থানীয় সাংসদদের হাতে দেওয়ার কথা রয়েছে। এটি করা হলেই তাঁরা ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা-সংক্রান্ত ও সামাজিক নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। স্থানীয় স্কুল-কলেজের দেখভাল করার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সাংসদদের হাতে আসা না-আসার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা এলাকার যেকোনো সমস্যা মোকাবিলায় সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেবেন—এটাই প্রত্যাশিত। স্কুল-কলেজের দেখভালের দায়িত্ব না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা কিছু করতে পারবেন না—এ ধরনের অবস্থান কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

পুরান ঢাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা যাতে নিরাপদে স্কুলে যেতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।